জাতীয়তাবাদ

শায়খ আব্দুল আহাদ

পিতার লিঙ্গ কামড়ে ধরা!

রসুলুল্লাহ সঃ যেটিকে তার পবিত্র হায়াতে জিবনের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন।।

রসুলুল্লাহ সঃ বলেন,

“যে জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করে সে যেন তার পিতার লিঙ্গ কামড়ে ধরে আছে।” এবং একথা বলতে তোমরা যেন লজ্জাবোধ না করো।।

.

[বুখারী ফিল আদব আল মুফরদ।

নাসাঈ ফী সুনানে কুবার।

আবী শাইবা ফিল মুসান্নেফ।।

ইবনে হাব্বান ফিল ইহসান।

তাবরানী ফী মু'জমে কবীর।

বগভী ফিশ শরহে সুন্নাহ।।

এবং

মুসনদে আহমদ।।

--- হাদিসটি হাসান সহীহ]

//

যেখানে স্বয়ং আল্লাহ সুবঃ নবীয়ে পাকের সর্বোত্তম চরিত্রের সার্টিফিক্যেট প্রদান করে বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ হে নবী! নিস্চয়ই আপনি সর্বোত্তম মহান চরিত্রের অধিকারী।। সেখানে এমন একটি মিছীফ কথা তার পবিত্র জবান মুবারক থেকে বের হবে ! এবং তা স্বীয় উম্মতকেও বলার জন্য তাগাদা দেয়!

যার নম্রতা ভদ্রতা শিস্টতা পুরো মানবজাতির জন্য মডেল!!

!

পিতার লিঙ্গ চুষা বা কামড়ে ধরার চেয়ে উত্তম কোন মিছাল কি তিনি সঃ পেশ করতে পারতেননা!!

বিভিন্ন মসলাহ বিষয়াদীর গুরুত্ব বা গুরুত্বহীনতা মানবজাতিকে বুঝানোর জন্য শতকেরও বেশি মিছাল উদাহরণ তিনি পেশ করেছেন (সঃ)।।

!

কিন্তু জাতীয়তাবাদের বিষয়ে এমন কেন মিছাল!!

2/4

সেই জাতীয়তাবাদ কতই না নিকৃস্ট ও ঘৃণিত জিনিস!

বিষয়টি কত নীচ, জঘন্য , কুতসিত, গর্হিত, ও ঘৃণিত হলে এমনটি হয়।।

!!

বিষয়টি খাইরুল কুরুণের শ্রেস্ট সন্তান আসহাবে রসুল সঃ কিভাবে নিয়েছিলেন?

আর আমরা কিভাবে নিয়েছি??!!

যে জিনিস রসুল সঃ ও তার সাহাবায়ে কিরামগণ জিবনের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেছেন , সে একই জিনিস বর্তমানের মুসলমানেরা সবচেয়ে বেশি ভালবাসে ও গর্ববোধ করে।।

!

" রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি লোকদেরকে জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করে, অথবা এর জন্য যুদ্ধ করে, অথবা এর জন্য মৃত্যুবরণ করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।”

(আবু দাউদ)

--

সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) জাতীয়তাবাদকে কিভাবে ঘৃণা করতেন? এবং “যে জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করে সে যেন তার পিতার লিঙ্গ কামড়ে ধরে আছে।” এবং একথা বলতে তোমরা লজ্জাবোধ করোনা।।" এ হাদিসের উপর কেমন আমল করতেন?

/

উবাই ইবনে কাব রাঃ বলেন, এক ব্যক্তি জাতীয়তাবাদের দিকে লোকদের আহবান করছিলেন, অতঃপর তিনি (রাঃ) লোকদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! নিস্চয়ই আমি তোমাদেরকে সেই ঘৃণিত জিনিসের উপর দেখছি। নিস্চয়ই আমি তোমাদেরকে এ ব্যপারে তার চেয়ে বেশি কিছু বলার ক্ষমতা রাখিনা যা বলার জন্য রসুলুল্লাহ সঃ আমাদের আদেশ করেছেন।।

তিনি সঃ বলেছেন, যখন তোমরা জাতীয়তাবাদের কথা শুনবে তখন তাকে স্বীয় পিতার লিঙ্গ কামড়ে ধরার কথা বলে দাও এবং এটি বলতে লজ্জাবোধ করোনা।।

-- [নাসাঈ, দিন রাতের আমল অধ্যায়, মুসনদে আহমদ, ২১২৩৩]

//

উবাই রাঃ থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন এক ব্যক্তি জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করলে তাকে বলেন, তুমিতো তোমার পিতার লিঙ্গ কামড়ে ধরে রেখেছ!

লোকটি উত্তরে বললেন, কিভাবে আপনি এমন অশ্লীল কথা বললেন?

তিনি (রাঃ) বললেন, এভাবে বলার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।।

-- [মুসনদে আহমদ, আনসার অধ্যায় , ২০৭১৩]

//

3/4

হুদায়বীয়ার সময় এক মুশরিক এসে জাতীয়তা সম্মন্ধে বললে আবু বকর ছিদ্দীক বলেন,

তোমার (পিতা) লাতের যৌনাঙ্গ লেহন কর!

তুমি কি আমাদের সেদিকে আহবান করছো! যার থেকে পলায়ন করি!!

[বুখারী ২৫৮১]

!

ছিদ্দীকে আকবর রাঃ কথাটি বললেন রসুলুল্লাহ সঃ এর সামনেই।।

হাদিসের আলোকে জাতীয়তাবাদ সম্মন্ধে সালাফ ইমামগণ।।

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ বলেন, শুধু জাহালাত জাতীয়তাবাদের জন্য পিতার লিঙ্গ শব্দটির ব্যবহার উপযুক্ত। এটি ফাহাশত অশ্লীলতা নয়।।

[মিনহাজুস সুন্নাহ নভুয়াহ, ৮ম খন্ড ৪০৮ পৃস্টা।]

/

ইবনে কায়্যুম রহঃ বলেন, জাতীয়তাবাদী জাহেলদের জন্য এটি উত্তম মিছাল, এর থেকে তারা বেরই হতে চায়না, যেন নিজের পিতার লজ্জাস্হান কামড়ে ধরে রেখেছে!

[জাদ আল মাআদ, হুদীয়া খাইরুল ইবাদ অধ্যায়]

//

/

জাতীয়তাবাদ কেন এত নিকৃস্ট, জঘন্য , কুতসিত, গর্হিত, ও ঘৃণিত!!

আর কেন রসুলুল্লাহ সঃ এত নীচ উদাহরণ পেশ করলেন???

কারনগুলু নিচে উল্যেখ করা হল।।

.

১। জাতীয়তাবাদী জাহালাত থেকে দুরে থাকার জন্যই রসুলুল্লাহ সঃ এরকম মিছাল পেশ করেছেন।

এর চেয়েও যদি নীচের কোন মিছাল বালাগাত মানতেক্বে থাকত, রসুলুল্লাহ সঃ তাই পেশ করতেন। কারন সর্ব নিকৃস্ট বিষয়ের উদাহরণ সর্ব নিকৃস্ট জিনিস দিয়েই হয়।।

/

২।পৃথিবীতে এমন কোন সুস্হ মানুষ নেই যে নিজের পিতার যৌনাঙ্গের দিকে তাকাবে!

আর কেও কোনদিন নিজেকে কল্পনাও করার অবকাশ নেই যে তার পিতার লিঙ্গকে কামড়ে ধরবে!!

এটি এমন একটি দুরবর্তি বিষয়, যা কোন মানুষের কল্পনা করতেই লজ্জা শরমে মাটি ছিড়ে নিজেকে নিজে পুতে ফেলতে ইচ্ছে করে।

অতএব কোন মুসলমানের পক্ষে জাতীয়তাবাদ কল্পনা করা অসম্ভব যেভাবে নিজের পিতার লিঙ্গ কামড়ে ধরা অসম্ভব।।

/

৩। মানুষের জীবনের চেয়ে মুল্যবান আর কিছু হতে পারেনা মুমীনের নিকট তাদের ঈমান শাহাদাত ব্যতিত।। কোন সুস্হ বিবেকবান মানুষকে যদি বলা হয়, তোমার পিতার লিঙ্গ মুখ দিয়ে কামড়ে ধর নতুবা তোমার মাথায় গুলি করা হবে! কোনটি তোমার পছন্দ?

শতভাগ মানুষই মৃ্ত্যু ও বুলেট পছন্দ করবে, তরপরেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি পিতার লিঙ্গে মুখ দিবেনা, সে যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন!।।

এই আদনা মিছাল জাতীয়তাবাদী জাহালাত থেকে দুরে থাকার জন্যই

অথচ আজ বর্তমান বিশ্বে শত কোটি মুসলমান তাদের নিজের পিতার লিঙ্গ মুখে নিয়ে বসে রয়েছে!

খুব অল্প সংখ্যক ছাড়া, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তার বিশেষ রহমত দ্বারা বাছাই করেছেন।

রসুলুল্লাহ সঃ যেটিকে তার পবিত্র হায়াতে জিবনের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন।।

রসুলুল্লাহ সঃ বলেন,

“যে জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করে সে যেন তার পিতার লিঙ্গ কামড়ে ধরে আছে।” এবং একথা বলতে তোমরা যেন লজ্জাবোধ না করো।।

.

[বুখারী ফিল আদব আল মুফরদ।

নাসাঈ ফী সুনানে কুবার।

আবী শাইবা ফিল মুসান্নেফ।।

ইবনে হাব্বান ফিল ইহসান।

তাবরানী ফী মু'জমে কবীর।

বগভী ফিশ শরহে সুন্নাহ।।

এবং

মুসনদে আহমদ।।

--- হাদিসটি হাসান সহীহ]

//

যেখানে স্বয়ং আল্লাহ সুবঃ নবীয়ে পাকের সর্বোত্তম চরিত্রের সার্টিফিক্যেট প্রদান করে বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ হে নবী! নিস্চয়ই আপনি সর্বোত্তম মহান চরিত্রের অধিকারী।। সেখানে এমন একটি মিছীফ কথা তার পবিত্র জবান মুবারক থেকে বের হবে ! এবং তা স্বীয় উম্মতকেও বলার জন্য তাগাদা দেয়!

যার নম্রতা ভদ্রতা শিস্টতা পুরো মানবজাতির জন্য মডেল!!

!

পিতার লিঙ্গ চুষা বা কামড়ে ধরার চেয়ে উত্তম কোন মিছাল কি তিনি সঃ পেশ করতে পারতেননা!!

বিভিন্ন মসলাহ বিষয়াদীর গুরুত্ব বা গুরুত্বহীনতা মানবজাতিকে বুঝানোর জন্য শতকেরও বেশি মিছাল উদাহরণ তিনি পেশ করেছেন (সঃ)।।

!

কিন্তু জাতীয়তাবাদের বিষয়ে এমন কেন মিছাল!!

সেই জাতীয়তাবাদ কতই না নিকৃস্ট ও ঘৃণিত জিনিস!

বিষয়টি কত নীচ, জঘন্য , কুতসিত, গর্হিত, ও ঘৃণিত হলে এমনটি হয়।।

!!

বিষয়টি খাইরুল কুরুণের শ্রেস্ট সন্তান আসহাবে রসুল সঃ কিভাবে নিয়েছিলেন?

আর আমরা কিভাবে নিয়েছি??!!

যে জিনিস রসুল সঃ ও তার সাহাবায়ে কিরামগণ জিবনের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেছেন , সে একই জিনিস বর্তমানের মুসলমানেরা সবচেয়ে বেশি ভালবাসে ও গর্ববোধ করে।।

!

" রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি লোকদেরকে জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করে, অথবা এর জন্য যুদ্ধ করে, অথবা এর জন্য মৃত্যুবরণ করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।”

(আবু দাউদ)

--

সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) জাতীয়তাবাদকে কিভাবে ঘৃণা করতেন? এবং “যে জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করে সে যেন তার পিতার লিঙ্গ কামড়ে ধরে আছে।” এবং একথা বলতে তোমরা লজ্জাবোধ করোনা।।" এ হাদিসের উপর কেমন আমল করতেন?

/

উবাই ইবনে কাব রাঃ বলেন, এক ব্যক্তি জাতীয়তাবাদের দিকে লোকদের আহবান করছিলেন, অতঃপর তিনি (রাঃ) লোকদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! নিস্চয়ই আমি তোমাদেরকে সেই ঘৃণিত জিনিসের উপর দেখছি। নিস্চয়ই আমি তোমাদেরকে এ ব্যপারে তার চেয়ে বেশি কিছু বলার ক্ষমতা রাখিনা যা বলার জন্য রসুলুল্লাহ সঃ আমাদের আদেশ করেছেন।।

তিনি সঃ বলেছেন, যখন তোমরা জাতীয়তাবাদের কথা শুনবে তখন তাকে স্বীয় পিতার লিঙ্গ কামড়ে ধরার কথা বলে দাও এবং এটি বলতে লজ্জাবোধ করোনা।।

-- [নাসাঈ, দিন রাতের আমল অধ্যায়, মুসনদে আহমদ, ২১২৩৩]

//

উবাই রাঃ থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন এক ব্যক্তি জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করলে তাকে বলেন, তুমিতো তোমার পিতার লিঙ্গ কামড়ে ধরে রেখেছ!

লোকটি উত্তরে বললেন, কিভাবে আপনি এমন অশ্লীল কথা বললেন?

তিনি (রাঃ) বললেন, এভাবে বলার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।।

-- [মুসনদে আহমদ, আনসার অধ্যায় , ২০৭১৩]

//

হুদায়বীয়ার সময় এক মুশরিক এসে জাতীয়তা সম্মন্ধে বললে আবু বকর ছিদ্দীক বলেন,

তোমার (পিতা) লাতের যৌনাঙ্গ লেহন কর!

তুমি কি আমাদের সেদিকে আহবান করছো! যার থেকে পলায়ন করি!!

[বুখারী ২৫৮১]

!

ছিদ্দীকে আকবর রাঃ কথাটি বললেন রসুলুল্লাহ সঃ এর সামনেই।।

হাদিসের আলোকে জাতীয়তাবাদ সম্মন্ধে সালাফ ইমামগণ।।

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ বলেন, শুধু জাহালাত জাতীয়তাবাদের জন্য পিতার লিঙ্গ শব্দটির ব্যবহার উপযুক্ত। এটি ফাহাশত অশ্লীলতা নয়।।

[মিনহাজুস সুন্নাহ নভুয়াহ, ৮ম খন্ড ৪০৮ পৃস্টা।]

/

ইবনে কায়্যুম রহঃ বলেন, জাতীয়তাবাদী জাহেলদের জন্য এটি উত্তম মিছাল, এর থেকে তারা বেরই হতে চায়না, যেন নিজের পিতার লজ্জাস্হান কামড়ে ধরে রেখেছে!

[জাদ আল মাআদ, হুদীয়া খাইরুল ইবাদ অধ্যায়]

//

/

জাতীয়তাবাদ কেন এত নিকৃস্ট, জঘন্য , কুতসিত, গর্হিত, ও ঘৃণিত!!

আর কেন রসুলুল্লাহ সঃ এত নীচ উদাহরণ পেশ করলেন???

কারনগুলু নিচে উল্যেখ করা হল।।

.

১। জাতীয়তাবাদী জাহালাত থেকে দুরে থাকার জন্যই রসুলুল্লাহ সঃ এরকম মিছাল পেশ করেছেন।

এর চেয়েও যদি নীচের কোন মিছাল বালাগাত মানতেক্বে থাকত, রসুলুল্লাহ সঃ তাই পেশ করতেন। কারন সর্ব নিকৃস্ট বিষয়ের উদাহরণ সর্ব নিকৃস্ট জিনিস দিয়েই হয়।।

/

২।পৃথিবীতে এমন কোন সুস্হ মানুষ নেই যে নিজের পিতার যৌনাঙ্গের দিকে তাকাবে!

আর কেও কোনদিন নিজেকে কল্পনাও করার অবকাশ নেই যে তার পিতার লিঙ্গকে কামড়ে ধরবে!!

এটি এমন একটি দুরবর্তি বিষয়, যা কোন মানুষের কল্পনা করতেই লজ্জা শরমে মাটি ছিড়ে নিজেকে নিজে পুতে ফেলতে ইচ্ছে করে।

অতএব কোন মুসলমানের পক্ষে জাতীয়তাবাদ কল্পনা করা অসম্ভব যেভাবে নিজের পিতার লিঙ্গ কামড়ে ধরা অসম্ভব।।

/

৩। মানুষের জীবনের চেয়ে মুল্যবান আর কিছু হতে পারেনা মুমীনের নিকট তাদের ঈমান শাহাদাত ব্যতিত।। কোন সুস্হ বিবেকবান মানুষকে যদি বলা হয়, তোমার পিতার লিঙ্গ মুখ দিয়ে কামড়ে ধর নতুবা তোমার মাথায় গুলি করা হবে! কোনটি তোমার পছন্দ?

শতভাগ মানুষই মৃত্যু ও বুলেট পছন্দ করবে, তরপরেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি পিতার লিঙ্গে মুখ দিবেনা, সে যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন!।।

এই আদনা মিছাল জাতীয়তাবাদী জাহালাত থেকে দুরে থাকার জন্যই

অথচ আজ বর্তমান বিশ্বে শত কোটি মুসলমান তাদের নিজের পিতার লিঙ্গ মুখে নিয়ে বসে রয়েছে!

খুব অল্প সংখ্যক ছাড়া, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তার বিশেষ রহমত দ্বারা বাছাই করেছেন।।

/

আসাবিয়্যাত বা জাতীয়তাবাদের ক্ষতিকর দিকগুলু নিয়ে শীঘ্রই ২/২ পর্বে ইনশাআল্লাহ।।

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃস্ট ধর্ম।।

জাতীয়তাবাদের ঘৃণিত কুফল বর্ণনা করার আগে

জাতিয়তাবাদ কাকে বলে এবং সংজ্ঞা জানাটি প্রতিটি মুসলিমের আবশ্যিকভাবে জানা প্রয়োজন।। নতুবা এর থেকে বাচার কোন উপায় থাকবেনা, কেননা এটি সরাসরি মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।।

/

রাস্ট বিজ্ঞানের ভাষায় ,, জাতীয়তাবাদ একটি আইডিয়া, একটি বিশ্বাস, একটি প্রিন্সিপ্যাল। যাতে আছে রাষ্ট্রের সীমারেখা কি হবে তার রাজনৈতিক বিশ্বাস। জাতীয়তাবাদ স্বদেশ নিয়ন্ত্রণের সংগঠিত প্রচেষ্টা।

.

Nationalism is about two things, defining the nation and defining its territory.

..

ইউরুপের আধুনিক রাস্ট্র বিজ্ঞানীরা বলেন,

A feeling that people have of being loyal to and proud of their country often with the belief that it is better and more important than other countries.

জাতীয়তাবাদ একটি ঈমান ও বিশ্বাস যে, জনগণ তাদের স্বীয় দেশের জন্য গর্বিত বোধ করে, এজন্য যে আমার দেশ অন্য দেশের চেয়ে ভাল, এবং এ বিশ্বাসই তাদের কাছে অধিক গরুত্বপুর্ণ।।

..

loyalty and devotion to a nation; especially : a sense of national consciousness exalting one nation above all others .

--

জাতীয়তাবাদ হল একটি জাতি দেশের জন্য তার শ্রদ্ধা ভক্তি, আনুগত্য বিশেষকরে অন্য সবকিছু থেকে জাতীয় চেতনাকে তার অনুভুতিতে মহমান্বিত করবে।।

!!

এগুলোই জাতীয়তাবাদের একাডেমিক সংজ্ঞা।

ইসলামী শরিয়তে আসাবিয়্যাত বা জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা হল..

আসাবিয়্যাত এই যে,নিজ কওম অন্যায়ের উপর থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের কওমকে সাহায্য করে।[মুসনাদে আহমাদ।]

জাতিয়তাবাদিরা কেন মুরতাদ?

?

??

আমরা উপরের জাতীয়তাবাদের একাডেমিক সংজ্ঞা থেকে জানতে পারলাম এটি একটি আলাদা ঈমান, ভক্তি, চেতনা, আনুগত্য, বিশ্বাস, এমনকি ইবাদত।।

অনেক আলেমগণ বলেন, গণতন্ত্র একটি আলাদা ধর্ম। কথাটি পুরোপুরো সঠিক নয়।।

জাতীয়তাবাদ আলাদা একটি ধর্ম তার একাডেমিক সংজ্ঞা থেকেই স্পস্ট বুঝা যায়।।

গণতন্ত্র, ভোট, চেতনা, পতাকা, সীমানা, সংস্কৃতি, ভাষা , নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও সার্বভৌমত্ব এগুলু জাতীয়তাবাদী ধর্মের এক একটি রুকন।।

যে রকম ইসলাম ধর্মের রুকন ঈমান, সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্ব ইত্যাদি।।

ইসলাম ধর্মের মুলনীতি হল, প্রতিটি মানুষ আল্লাহর খলীফাহ হয়ে জমিনে আল্লাহর হুকুম আহকাম বাস্তবায়ন করবে এবং আল্লাহর কালিমাকে সবচেয়ে উচু রাখবে। এজন্য সবটুকু শক্তি সামর্থ ব্যয় করবে।। এর নাম জিহাদ,, এর চুড়ান্ত পর্যায়ের নাম কীতাল, এর ফলাফল খিলাফত।।

অপরপক্ষে...

জাতীয়তাবাদী ধর্মে বিশ্বের কাছে জাতীয় ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য সবটুকু শক্তি সামর্থ ব্যয় করবে।

এর সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে যুদ্ধ এমনকি মুক্তিযুদ্ধ করাটা জাতীয়তাবাদের আনুগত্য ও চেতনা বিশ্বাসের চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।।

//

ইসলামে ধর্মে ঈদুল ফিতর , ঈদুল আযহা, ইয়াওমুল আরাফা ইত্যাদি ইসলাম ধর্মের বিশেষ দিবস।

পক্ষান্তরে

জাতীয়তাবাদ ধর্মে সাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ভাষা দিবস ইত্যাদি পালনীয় অপরিহার্য।।

//

জাতীয়তাবাদ ধর্মে তার জাতীয় রঙ্গিন পতাকা কাটাতারের সীমানায় আবদ্ধ একটি ভুখন্ডের প্রতিনিধিত্ব করে। এ পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এ ধর্মের ইবাদতের অংশ।। এর সামনে এভাবেই ভক্তি সহকারে দাড়ানো হয় যেভাবে ইসলাম ধর্মে সালাতে বিনয়ের সহিত দাড়ানো হয়।।

পক্ষান্তরে

ইসলামের ধর্মের কালিমা খচিত পতাকার কোন নির্দিস্ট সীমারেখা নেই। এটি তামাম দুনিয়াই একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রতিনিধিত্ব করে।।

//

ইসলাম ধর্মে আল ওয়ালা ওয়াল বারাআত (কাওকে ভালবাসা অথবা ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা) শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।।

পক্ষান্তরে,

জাতীয়তাবাদ ধর্মে আল ওয়ালা ওয়াল বারাআত হয়, দেশপ্রেম, জম্মভুমি, নির্বাচন, ক্ষমতা দখল এসবের উপর ভিত্তি করে।।

-

ইসলাম ধর্মে নিজের মাতৃভুমির প্রতি অন্তরে মায়া থাকবে এতে দুষের কিছু নেই।

রসুলুল্লাহ সঃ তার মাতৃভুমি মক্কাকে একারনে ভালবাসতেন যে, এটি আল্লাহর মনোনীত ভুমি।

কিন্তু তিনি সঃ সেখানে বসবাসরত কাফিরদের ভালবাসতেননা। তাদের প্রতি প্রচন্ড বারাআত করতেন।। এমনকি বদর, উহুদ, হুনাইন এর মত বড় বড় যুদ্ধও করেছেন নিজের স্বজাতীর বিরুদ্ধে।।

কেননা নিজের স্বজাতীরা ইসলামের বিপক্ষে অবস্হান নিয়েছে।।

পক্ষান্তরে

জাতীয়তাবাদ ধর্মে স্বজাতীর বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ নেই,, ঝগড়া বাড়াবাড়ি, মারামারি মতানৈক্য থাকতেই পারে এটিকে যুদ্ধ বলেনা।

জাতীয়তাবাদ ধর্মে যুদ্ধের ভিত্তি ও অবকাঠামো হল কাটাতারের সীমারেখার উপর ভিত্তি করে।।

//

জাতীয়তাবাদ ধর্মে "দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ"।।

--- আল জাতীয়তাবাদী হাদিস।।

আর ইসলাম ধর্মে হিজরত জিহাদ ও দেশ ত্যাগ ঈমানের অঙ্গ।

আল্লাহ সুবঃ যখন নিষেধ করলেন যে, হজ্ব এবং তত পরবর্তি তিন দিন ব্যতিত কেও মক্কা অবস্হান করোনা। সাহাবায়ে কিরাম রাঃগণ তা মান্য করলেন।।

আল্লাহর আইন কানুনের উপর কোন সাহাবা রাঃ নিজ মাতৃভুমি মক্কায় থাকাকে প্রাধান্য দেয়নি।

যদিও এখন মক্কা বিজিত হয়ে গেছে।।

মক্কা থেকে যারা হিজরত করছিলেন তাদেরকে জম্মভুমির প্রতি ভালবাসা আল্লাহর অবাধ্যতা করায়নি।

সুতরাং আসাবিয়্যত বা জাতীয়তাবাদ ধর্ম আলাদা একটি স্বতন্ত্র ধর্ম, যা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পুর্ণ সাংঘর্ষিক।

এজন্য রসুলুল্লাহ সঃ বলেন, যে জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করল, সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল।। সে আমার উম্মত নয়।। যেমন,

.

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতঈম (রাঃ)হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আসাবিয়্যাতের অহমিকার [দাওয়াত] দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আসাবিয়াতের ভিত্তির উপর [লড়াই] করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।আর যে আসাবিয়্যতের [জোশের] উপর মারা যায় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

[আবু দাউদ।]

...

তিনি সঃ আরও বলেন,

“এটা ত্যাগ কর, কারণ এটি নষ্ট/দুর্গন্ধময়/পচা।” (বুখারী ও মুসলিম)

//

আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অনুসরণ করবে তা গ্রহণ করা হবেনা।

এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্হ হবে।।[আল ইমরান ৮৫]

সুতরাং আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম ইসলাম। ইসলাম ধর্মের কালিমা পড়ে জাতীয়তাবাদী বিশ্বাস চেতনা ও আনুগত্যতা ইসলাম ধর্মকে বদল করে দেয়, তাই সে আর মিল্লাতে থাকেনা।

সে রসুল সঃ এর উম্মাত নয়।। এক কথায় সে মুরতাদ।।

.

কেও যদি বলে আমি বাংলাদেশি, আমি পাকিস্তানি , আমি সৌদি!

তাহলে কি মুরতাদ হয়ে যাবে?

না মুরতাদ হবেনা।

এটি একটি পরিচিতি শুধু, আল্লাহ সুবঃ বলেন,

হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

- সুরা হুজুরাত - ১৩।

.

অর্থাৎ দল-গোত্রের পার্থক্য কেবলমাত্র পারস্পারিক পরিচয় লাভের জন্যেই করা হয়েছে; পরস্পরের হিংসা-দ্বেষ, গৌরব-অহংকার বা ঝগড়া বিবাদ করার উদ্দেশ্য নয়।

-

পৃথিবীর সর্ব নিকৃস্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, কেননা এধর্মে লিঙ্গ পুজা, রাধা কৃষ্ণের কাহিনী, মা কালীর ধর্ষিতা হওয়া, গরু পুজা , কামাসুত্র সহ অনেক নিকৃস্ট উপাসনা আছে,, ...

এর চেয়ে বেশি নিকৃস্ট এই জাতীয়তাবাদী ধর্ম,, এ ধর্মে যুদ্ধ, খুনাখুনি, অহংকার, গর্ব, বৈষম্য, হিংসা, বিভক্তি এবং নিজের নিজের পিতার লিঙ্গ চোষার মত রয়েছে নিকৃস্ট চেতনা ও উপাসনা।।

জাতিয়তাবাদী ধর্মের অনুসারী কিভাবে হয়?

এর অপকার ও শরয়ী হুকুম।।

পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, তার সবটিই কিছু না কিছু উপকার মানব কল্যানের জন্য রয়েছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ এমন একটি ধর্ম, যার আগা থেকে গোড়া সবটুকুই অপকার ক্ষতি ও ধবংশ।।

/

নিম্নে জাতিয়তাবাদী ধর্মের কয়েকটি মৌলিক বৈশিস্ট প্রদান করা হল, যেগুলুর কোন একটির সাথে দৈহিক, আত্মীক অথবা মানষিক যে কোন ধরনর সম্পর্ক থাকলে সে জাতিয়তাবাদী ধর্মের অনুসারী হয়ে যাবে এবং মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।।

--

১। গর্ব ও অহংকার।।

.

গর্ব ও অহংকার জাতিয়তাবাদী ধর্মের প্রধান বৈশিস্ট।।

জাতিয়তাবাদী ধর্মের প্রতিটি অনুসারী তাদের নিজস্ব কালিমা পাঠ করে মুরতাদ হয়ে যায়।।

যেমন, বাঙ্গালী জাতির কালিমা..

"একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার

সারা বিশ্বের বিস্ময় তুমি আমার অহংকার।"

!

এ কালিমা যে একবার পাঠ করেছে সে মুরতাদ হয়ে গেল।

তাকে তওবাহ করে আবার কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করে মুসলিম হতে হবে।।

//

আফগান জাতির কালিমা।।

দেখুন এ জাতির কালিমায় সরাসরি সূর্য পূজা। যেমন,

گرم شاه لا گرم شاه

تا ا ی مقدس لامارا

ای دا آزادی لامارا

ای دا نکمارغی لامارا

অর্থাৎ উষ্ণ হও, আরো উষ্ণ হও

পবিত্র সূর্য, তুমি

হে স্বাধীনতার সূর্য

হে সৌভাগ্যের সূর্য

//

শিরক ও অহংকারে পরিপুর্ণ পকিস্তানি জাতির কালিমা.. যেমন,

رہبرِ ترقّی و کمال پرچمِ ستارہ و ہلال

جانِ استقبال!   ترجمانِ ماضی، شانِ حال

চাঁদ তারার এ পতাকা

অগ্রগতি ও পরিপূর্ণতার পথে নেতৃত্বদাতা,

অতীতের ব্যাখ্যাতা, বর্তমানের গৌরব,

আগামীর প্রাণ,

/

সৌদি জাতির কালিমা....এ ধর্মের রাজাই তাদের প্রভু ... যেমন,

نطولاو ملعلا كيلملا شاع

রাজা দীর্ঘজীবি হউক তার দেশ ও পতাকার রক্ষার্থে!

.

এসবতো কয়েকটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশের জাতীয় কালিমার নমুনা, এ রকম ২১০ টিরও বেশি জাতীর কালিমা গর্ব শিরক অহংকারে পরিপুর্ণ।।

অথচ ইসলাম ধর্মে বলা আছে, যার মধ্যে বিন্দু পরিমান অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।।

২। যুদ্ধ বিগ্রহ ও ধবংশ।।

.

পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই, (লিবিয়া ফিলিস্তিন ছাড়া) যে দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি নেই সামরিক সৈন্য দ্বারা। কার চেয়ে কে বেশি শক্তিশালী , কার চেয়ে কে বড়, এসব গর্ব অহংকার প্রথমত বিশাল বিশাল জনপদ ধবংশ করে।।

দেশের সাথে দেশের যুদ্ধ উভয় দেশকেই পঙ্গু করে দেয়। অর্থ সম্পদের ক্ষতি, ও মানব সম্পদের ক্ষতি।।

/

রাশিয়া না আমেরিকা কে বেশি শক্তিশালী! এটি প্রমাণ করতে ধবংশ হল সিরিয়ার হাজার হাজার গ্রাম শহর ও লক্ষ লক্ষ নিরীহ মুসলিম।

/

সৌদি ইয়েমেন এর যুদ্ধ কোন আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার যুদ্ধ নয়, এটিও জাতীয়তাবাদী অহংকার ও গর্ব আত্ম মর্যাদার যুদ্ধ, ফলে সৌদির গুনতে হচ্ছে দৈনিক ২০০ কোটি ডলার ও সৈন্যের ক্ষতি,, অপরদিকে ধবংশ হচ্ছে ইয়েমেনের হাজার হাজার গ্রাম শহর ও মানব সম্পদ।।

/

ভিয়েতনাম, হিরোশিমা, কসবো, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বসনিয়া সহ আরো অনেক জনপদ ধবংশ হয়েছে জাতীয়তাবাদী অহংকার ও গর্ব আত্ম মর্যাদার যুদ্ধের কারনে।।

/

পৃথিবীর সব দেশেরই সব চেয়ে বড় বাজেট হয় সামরিক খাতে, ।

কেন এটি?

কারন জাতীয়তাবাদী ধর্মের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্যে।।

সাধারন মানুষ মরুক কিংবা বাচুক!

দ্রব্যমুল্য যতই বাড়ুক..... জাতীয়তাবাদী ধর্মের মর্যাদা উচু থাকা চাই!!!

এ নীতিতে এ ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাসী।।

৩। ঘৃণা অবজ্ঞা।।

.

ঘৃণা ও অবজ্ঞা জাতীয়তাবাদী ধর্মের গুরুত্বপুর্ণ দুটি আমল।।

একজন সৌদি (সব সৌদি না, যারা জাতীয়তাবাদী ধর্মের শুধু তারা) একজন আজনবীকে যেভাবে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে.... একজন হিন্দুও একজন মুসলিমকে এভাবে দেখেনা।।

.

একজন বাঙ্গালীর চোখে একজন পাকিস্তানি হয় পাইক্যা রাজাকার..

পাইক্যার চোখে বাঙ্গালী একজন চুতীয়া..

ইনডিয়ানী ও পাকিস্তানী পরস্পর জানের দুশমন।

দুই কোরিয়া পরস্পর চির শত্রু।।

এভাবে বর্ডার কাটা তারের বেড়ায় আবদ্ধ সীমানায় সবাই পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করে ।। সবাই চায় তার ধর্মের রঙ্গীন পতাকা উচু থাক।।

/

আবার এ ধর্মের আরেক ধরনের অনুসারী আছে ,, যারা নিজের পিতার লিঙ্গ বাদ দিয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দুরে গিয়ে কাফিরদের লিঙ্গ চুষা শুরু করেছে... তারা আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল জার্মানীর পতাকা উড়ায় এবং পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করে, এমনকি ঝগড়া ও বিবাদে লিপ্ত হয়।।

!

কতই না নিকৃস্ট ধর্ম জাতীয়তাবাদ !!

৪। বিভক্তি অনৈক্য ও বৈষম্য।।

--

দেশে দেশে কাটা তারের সীমা রেখা নির্ধারন করে আল্লাহর জমীনকে খন্ড খন্ড করে শুধু মুসলিম উম্মাহ নয় পুরো মানবজাতিকে বিভক্ত করে রেখেছে জাতীয়তাবাদ ধর্ম।।

এই বর্ডার ক্রস করার চেস্টা কেও করতে চাইলে সরাসরি ক্রস ফায়ার।

এই বর্ডারের সীমারেখাকে যারা সমর্থন করে কাফির তগুতদের দেয়া নাম গ্রহণ করেছে তারাই জাতীয়তাবাদী।।

/

এসব নাম অনৈক্য বৈষম্য সৃস্টির নাম ছাড়া আর কিছু নয়।।

এবং এসব নাম ইসলামী নামের বিপরীত,

যেমন,

জাতীয়তাবাদী নাম সৌদি আরব,

ইসলামী নাম হিজাজ.. .

জাতীয়তাবাদী নাম ইথুপিয়া

ইসলামী নাম হাবশা

.

জাতীয়তাবাদী নাম আফগানিস্তান

ইসলামী নাম খোরাসান ..

.

এভাবে আল হিন্দকে বিভক্ত করে পাকিস্তান বানানো হয়েছে এবং বর্ডার ও আলাদা রঙ্গিন পতাকা দিয়ে বিভক্ত ও বৈষম্যের সৃস্টি করেছে,

আবার এখান থেকেও বর্ডার ও আলাদা রঙ্গিন পতাকা দিয়ে বাংলাদেশ দিয়ে বিভক্ত ও বৈষম্য তৈরী করা হয়েছে .....

অতঃপর জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জিবীত হয়ে আরো দল উপদলে বিভক্ত হয়েছে।

এবং প্রতিটি দল উপদলের আগেই তাদের পিতার লিঙ্গের নাম উল্যেখকরণ বাধ্যতামুলক, যেমন....

..

আগে ছিল জামাত ইসলাম বাংলাদেশ, কিন্তু জাতীয়তাবাদী ধর্মের মোড়লরা বলে আমরা আমাদের পিতার লিঙ্গকে আগে রেখেছি, তোমরা কেন পিছে রেখেছ?

বেওকুফ জাতীয়তাবাদী জামাতীরা তা পরিবর্তন করে এখন তাদের নাম...

বাংলাদেশ জামাত ইসলাম ....

/

শুধু দলের সাথে ইসলাম যুক্ত করলেই ইসলামী হয়ে যায়না যদি এর সাথে পিতার লিঙ্গ যুক্ত থাকে!

এরকম ইসলামী দলের দাবীদার তালিবানরাও নিজের পিতার লিঙ্গকে সাথে রেখেছে যেমন, ইমারাতে ইসলামী আফগানিস্তান।।

পিতার লিঙ্গ সামনে রাখুক কিংবা পিছনে তাতে কিছু আসে যায়না

উভয়ভাবেই কামড়ে ধরে রাখা যায়।।

/

জাতীয়তাবাদের ফলে এসব নামের এজেন্ডা বাস্তবায়নে জাতীয়তাবাদী ধর্ম যরা গ্রহণ করেছে তারাই তাদের দলের সাথে পিতার লিঙ্গকে যুক্ত করেছে

তারা এমনভাবে তাদের পিতার লিঙ্গকে কামড়ে ধরে রেখেছে যেন ছাড়তেই চাইনা যেভাবে এমনভাবে জাতীয়তাবাদী বর্ডারকে আকড়ে ধরে রেখেছে যেন এর থেকে বের হতেই চায়না!

!

!

অথচ ইসলামীক স্টেট এর কোন সীমারেখা নেই।

যেখান থেকে সুর্য উদয় হয় আর যেখানে অস্ত যায় তার পুরো জমীনেই আল্লাহর আইন চলবে।।

এটাই ইসলাম এবং ইসলামই জাতীয়তাবাদের বিপরীত।।

আমরা প্রথমে মুসলিম।

পরে আমাদের ঠিকানা পরিচয়।।

সাবধান ঠিকানা পরিচয়ের বাইরে বেশি কিছু হলেই জাতীয়তাবাদী, জাহালত

এমনকি চেতনার অবস্হাভেদে মুরতাদ।।

...

লেখক :- শায়খ আব্দুল আহাদ (রঃ)

এডিটিং:- মাহদি হাসান জন আল বাঙালি